কালের কণ্ঠ

তারিখ 13 AUG 2016
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

নিয়ম ভেঙে চট্টগ্রামের পাঁচ মেডিক্যালে ৯৬ জন ভর্তি

আদালতের আদেশের পর আটকে গেল প্রথম পর্বের ফল

নূপুর দেব, চট্টগ্রাম ▷

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত পাঁচটি বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজে ৯৬ জন শিক্ষার্থীকে অনিয়মের মাধ্যমে ভর্তি করা হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের শর্ত অনুযায়ী ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষে এমবিবিএস ও বিডিএস কোর্সে ভর্তির লিখিত পরীক্ষায় কমপক্ষে ৪০ নম্বর পেতে হবে। তবে এই শর্ত লঙ্ঘন করে শিক্ষার্থী ভর্তি করে চট্টগ্রামের বিজিসি ট্রাস্ট মেডিক্যাল কলেজ ও সাউদার্ন মেডিক্যাল কলেজ এবং কুমিল্লার ময়নামতি মেডিক্যাল কলেজ, ইস্টার্ন মেডিক্যাল কলেজ ও সেন্ট্রাল মেডিক্যাল কলেজ।

এদিকে গত বৃহস্পতিবার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের এমবিবিএস প্রথম পর্বের ফল প্রকাশের কথা ছিল। তবে আগের দিন একই অনিয়মের মধ্য দিয়ে ১৫৩ শিক্ষার্থীকে ভর্তি করায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত ১০টি বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের বিরুদ্ধে কেন ব্যবস্থা নেওয়া হবে না সে বিষয়ে রুল জারি করেছেন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ। পাশাপাশি ওই ১৫৩ শিক্ষার্থীকে প্রথম পর্বের পরীক্ষায় রেজিস্ট্রেশন কার্ড ও প্রবেশপত্র না দিতে বলা হয়েছে। এ খবর পেয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গত বৃহস্পতিবার জরুরি

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ১

নিয়ম ভেঙে চট্টগ্রামের

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

বৈঠকে বসে প্রথম পর্বের ফলাফল স্থগিত করে। এখন ওই ৯৬ শিক্ষার্থীর ফলাফল স্থগিত রেখেই আগামী সোমবার অথবা মঙ্গলবার অন্যদের ফলাফল প্রকাশ করা হতে পারে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী গতকাল শুক্রবার বিকেলে কালের কণ্ঠকে বলেন, ৪০ নম্বর না পাওয়াদের ভর্তি করে সংশ্লিষ্ট কলেজগুলো অবশ্যই বড় অনিয়ম করেছে। এ কারণে বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন কার্ড ও প্রবেশপত্র দেয়নি। তবে প্রথম পর্বের চূড়ান্ত পরীক্ষা শুরু হওয়ার আগে হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী তাদের রেজিস্ট্রেশন কার্ড ও প্রবেশপত্র দেওয়া হয়।

উপাচার্য বলেন, '৪০ নম্বরের কমে একই শিক্ষাবর্ষে শিক্ষার্থী ভর্তির ঘটনা ঘটেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত ১০টি মেডিক্যাল কলেজেও। ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ হাইকোর্টের দেওয়া আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করে। গত বুধবার আপিল বিভাগ হাইকোর্টের আদেশ স্থগিত করেন। এ কারণে আমরাও জরুরি সভা করে প্রথম পর্বের পরীক্ষার ফলাফল স্থগিত করেছি।'

কালের কণ্ঠের অনুসন্ধানে জানা গেছে, বিজিসি ট্রাস্ট ৯, ময়নামতি ৪১, সাউদার্ন ১২, ইস্টার্ন ৮ ও সেন্ট্রাল মেডিক্যাল ৪০ নম্বরের কম পাওয়া ২৬ শিক্ষার্থীকে ভর্তি করেছে। বিষয়টি গোপন রাখা হলেও গত মে মাসে এমবিবিএস প্রথম পর্বের পরীক্ষা শুরু হওয়ার কয়েক দিন আগে ঘটনাটি ফাঁস হয়ে যায়। তখন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অভিযুক্তদের রেজিস্ট্রেশন কার্ড আটকে দেয়। পরে উচ্চ আদালতের নির্দেশে ওই শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন কার্ড ও প্রবেশপত্র দেওয়া হয়।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত সরকারি-বেসরকারি মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কলেজের সংখ্যা ১৫।

অভিযোগ পাওয়া গেছে, ৪০ নম্বরের কম পাওয়া শিক্ষার্থীরা ভর্তির সুযোগ পেতে সংশ্লিষ্ট কলেজগুলোকে সরকার নির্ধারিত ফির বাইরে আট থেকে ১০ লাখ টাকা করে দিয়েছে। নিয়ম আছে শিক্ষার্থী ভর্তির পর সংশ্লিষ্ট নথি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিএমডিসিতে পাঠানোর। অথচ তাদের সনদ ছাড়াই প্রায় দেড় বছর কলেজগুলোতে ক্লাস করেছে ৯৬ শিক্ষার্থী।